দৈনিক সংবাদ

19 NOV 1994

তারিখ ... 19 NOV 1994 ...
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৩ ...

06

সীতাকুন্ড ঃ আলিয়া মাদ্রাসা থেকে বিপুল পরিমাণ অস্ত্র উদ্ধার

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

চট্টগ্রাম, ১৮ই নভেম্বর।– অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্রের উৎপাদন ও ব্যবহার সাম্প্রতিককালে উদ্বেগজনক হারে বেড়ে গেছে। অনেক ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কসপে আজকাল লেদ মেশিনে অতি সহজেই তৈরি হচ্ছে পাইপগান ইত্যাদি। পুলিশ মাঝেমধ্যে এখানে–ওখানে হানা দিয়ে দু'একটি অস্ত্র উদ্ধার করে। উদ্ধারকৃত অস্ত্রসমূহ সব একখানে রেখে বছরশেষে আবার প্রদর্শনীও করা হয়। ওপরের ছবিটি সে ধরনের কোন প্রদর্শনীর নয়। ছবিতে যে অস্ত্রশস্ত্র দেখা যাচ্ছে তার সবগুলোই উদ্ধার করা হয়েছে সীতাকুন্ড থানা সদরের আলিয়া মাদ্রাসা এবং সংলগ্ন হোস্টেল থেকে। গত ১২ই নভেম্বর রাতে অতিরিক্ত পুলিশ সুপারের নেতৃত্বে একদল পুলিশ মাদ্রাসা ও হোস্টেলের বিভিন্ন কক্ষ থেকে দেশে তৈরি ১৮টি পাইপগানসহ এসব অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার করে এবং এগুলো রাখার অভিযোগে ১৮ জনকে গ্রেফতার করে। পুলিশ জানিয়েছে গ্রেফতারকৃতরা সকলেই ইসলামী ছাত্র শিবিরের নেতা–কর্মী। এর মধ্যে দু'জন বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদল নেতা নূরুল হুদা মুসার হত্যা মামলার আসামী।

শুধু এই একটি মাত্র মাদ্রাসা হোস্টেল নয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম কলেজ, মহসীন কলেজ, পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, চট্টগ্রাম আলিয়া মাদ্রাসাসহ অনেকগুলো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আজ পরিণত হয়েছে "মিনি ক্যান্টনমেন্টে।" সর্বমহল থেকে অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে, ধর্মাশ্রয়ী একটি রাজনৈতিক দল ও তাদের ছাত্র সংগঠনের ক্যাডাররা এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠাগে গড়ে তুলেছে অবৈধ অস্ত্রের ভান্ডার।

গত ১১ই নভেম্বর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আলাওল হলের ডাইনিং রুম থেকে উদ্ধার করা হয়েছে ১১২টি ক্রেকার। গুঁড়ো দুধের টিন ভর্তি এসব ক্রেকার হল কর্মচারীরা প্রথমে দেখতে পায়। পরে তা হাটহাজারী থানা পুলিশের হাতে তুলে দেয়া হয়। আকস্মিকভাবে ঘেরাও করায় সীতাকুন্ডের মাদ্রাসা থেকে যে বিপুল পরিমাণ আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করা গেছে, সেভাবে ঝটিকা অভিযান চালালে আরো বেশি অস্ত্রশস্ত্র উল্লেখিত প্রতিষ্ঠান সমূহে পাওয়া যাবে বলে সকলের ধারণা।